স্ট | ক | হো | ম

সুইডেনে বাংলা ও বাঙালি

প্রবাসীদের হৃদয়ে বাংলাদেশ সব সময় উজ্জ্বল। সে কারণেই তারা আয়োজন করে বাংলা অনুষ্ঠানের, মেলার। প্রকাশ করে বাংলা বই। যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা আছে সেখানেই রয়েছে বাংলাদেশ...

এক সময় বাঙালিদের বলা হতো ঘরমুখো। এটি বোধ হয় এখন আর প্রযোজ্য নয়। জীবিকার টানে ঘরমুখো বাঙালি ঘর থেকে বের হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। গড়ছে নতুন জনপদ। গড়ছে নতুন বসতি। ধীরে ধীরে বাড়ছে সংখ্যা। বাঙালি যেখানেই যাক না কেন, যেখানেই বসতি গড়ুক না কেন, দেশীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য তার মজ্জাগত। দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির তাগিদেই গড়ে ওঠে সমিতি, সংগঠন। তারপর একক বা যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পত্র-পত্রিকা।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে লালিত পালিত হলেও শীতের প্রকোপকে উপেক্ষা করে, সুইডেনে বাঙালিরা বসতি গড়েছে অনেক আগে। তবে বাংলাদেশী বাঙালিদের এই ভূখন্ডে ব্যাপকভাবে আগমন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর। সুইডেনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বাঙালিরা। মালমো থেকে কিরুনা অবধি। তবে বৃহত্তর সংখ্যার বসবাস উপসালা ও রাজধানী স্টকহোমে। সুইডেনে মোট বাঙালির সংখ্যা কত? এর সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও আট থেকে ৯ হাজার হবে বলে ধারণা করা হয়। তবে এই ভূখণ্ডে আগত বাঙালির সংখ্যা কম হলেও বাংলার কৃষ্টি, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে কেউ পিছিয়ে নেই।

১৯৮১ সালে একটি সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা পত্রিকা 'অন্বেষা'। 'অন্বেষা'র হাত ধরেই আজ অবধি বিভিন্ন সংগঠন ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় একে একে প্রকাশিত হয়েছে ২৪ থেকে ২৫টি পত্র-পত্রিকা। এর মধ্যে দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক ও দ্বিমাসিক পত্রিকার সমাবেশ ঘটেছিল। আর্থিক ও অন্যান্য কারণে সব কয়টি পত্রিকা টিকে থাকতে না পারলেও তিন-চারটি দাপটের সঙ্গেই টিকে রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রজন্ম একাত্তর, উত্তর প্রবাসী, দ্বি-মাসিক পরিক্রমা, দ্বি-মাসিক দেশ-বিদেশ প্রভৃতি।

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

দ্বি-মাসিক পরিক্রমাই সর্বপ্রথম সুইডেনে বইমেলার আয়োজন করে, আয়োজন করে সুইডিশ সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, সুইডিশ ও বাংলা কবিতা পাঠের আসর। শুরুটা 'পরিক্রমা' করে দিলেও সময়ের প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংঘ এ ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছরই বিভিন্ন সংগঠন আয়োজন করছেন বইমেলা, বৈশাখী মেলা, একুশের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

পত্র-পত্রিকা উপলক্ষে যে লেখক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তারাও পিছিয়ে নেই। যে কয়েকজন নিয়মিতভাবে লিখে চলেছে তাদের মধ্যে 'উত্তর প্রবাসী'র সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার ঘোষ, বাবুল সিরাজী, প্রদীপ কাঞ্চন, কামরুল ইসলাম, ড. শাহজাহান কবীর, জাহিদ কাওনাইন, আনিসুর রহমান, ডা. কুমার উৎপল, রঞ্জিত চৌধুরী এবং 'পরিক্রমা' সম্পাদক লিয়াকত হোসেন এবং প্রজন্ম একাত্তর সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন উল্লেখযোগ্য। মূলত এরাই বাংলা ও সুইডিশ সাহিত্যকে সুইডেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় ভাষায় অনুবাদ কর্মে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য সুইডিশ স্থানীয় সরকার লিয়াকত হোসেনকে ২০০৪ সালের 'সুইডিশ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি এই পুরস্কার লাভ করেন এবং তিনিই প্রথম বাঙালি যাকে সুইডিশ লেখক সংঘের মর্যাদাপূর্ণ সদস্য পদ দেয়া হয়। এভাবেই সুদূর সুইডেনেও ছড়িয়ে পড়ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। যা আগামীতে প্রসার লাভ করবে আরও ব্যাপকভাবে।

অভিজিৎ সরকার
স্টকহোম, সুইডেন

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন-
যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

দঃ | কো | রি | য়া

কোরিয়ার জীবন

bMiRxe‡b cwi"QbZv †Pv‡L covi g‡Zv

সুন্দর দেশ কোরিয়া। শুধু দেশটাই সুন্দর নয়, সুন্দর এ দেশের মানুষ। আরো ভালো এদের কর্ম পরিকল্পনা। এরাও এক সময় আমাদের মতো দরিদ্র ছিল। কর্তব্যপরায়ণতা ও একনিষ্ঠ কাজ করতে করতেই আজ এরা প্রাচুর্যের শীর্ষে অবস্থান করছে। কোরিয়া এখন পৃথিবীর দশম শিল্পোন্নত দেশ।

এ দেশের বয়োবৃদ্ধ লোকেরাও বাড়ি বসে থাকে না। ছবির লোকটি একজন বৃদ্ধ। বয়স ৮০ বছর। তারপরও থেমে নেই। কাজ করছেন বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি ক্ষেতে। ছয় মাস আগে ওনার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। এক হাত এক পায়ে শক্তিও তেমন পান না। আপনারা হয়তো ভাবছেন লোকটা খুব গরিব। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ করে। আসলে মোটেও তা নয়। ওর জমিতে তিনটি ফ্যাক্টরি, তা ছাড়াও বিশটি ফ্যামিলি ভাড়াটিয়া আছে। এক মাসে যা ভাড়া পান এক বছর খরচ করলেও শেষ হবে না। আসলে এরা জাতিটাই এমন, কাজ করতে না পারলে এদের ভালো লাগে না। বড় কাজ পাগল এরা। দেখা যায় অনেক বুড়ি ঠিকমতো চলতেও পারে না। তারপরও ছোটখাটো কাজ করতেই থাকে। এদের বাড়ির পাশের ছোট্ট একটু জমিও অনাবাদি থাকে না।

এদেশে সন্তানরা বড় হওয়ার পর মা-বাবার সঙ্গে তেমন একটা থাকে না। মাঝে মধ্য দেখতে যায় বয়োবৃদ্ধ মা-বাবাকে। বেশির ভাগ মা বাবাই শেষ বয়সে পশু পাখি লালন পালন করেই কাটিয়ে দেয় জীবন।

Md. Tazul Islam
Dangok Khoga, South Korea
H.P. 019801 2209

ই । টা । লি

মোবাইল ফোনের জোয়ার

ফিনল্যান্ডের নোকিয়া নদীর স্রোতের মতোই যেন ফোন কোম্পানিগুলো তাদের সেলুলার ফোনের মডেল পরিবর্তন করছে। নিত্যনতুন বাহারি মডেল আর নতুন নতুন সুবিধা সংযোজন করায় সেলুলার ফোন ক্রেতারা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ফোনের দোকানে। বিশেষ করে কিশোর-যুবকদের ফোন কেনার হিড়িক চোখে পড়ার মতো। দশ বছর বয়েসের ওপর এমন একজনকে এ দেশে খুঁজে পাওয়া ভার, যার সেলুলার বা মোবাইল ফোন নেই। শুধু মনোমুগ্ধকর মডেল আর সংযোজিত সুযোগ-সুবিধাই সবাইকে ফোন ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করেনি -এর মূল্য এবং সহজলভ্যতাও মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। ৩৫ থেকে ৫০০ ইউরো মূল্যের মধ্যে মোটামুটি পছন্দসই যে কোনো একটি ফোন কেনা যায়। একাধিক Subseriber Identification moduls কার্ড সরবরাহকারী কোম্পানি এখানে রয়েছে। এই কোম্পানিগুলো ক্রেতাদের বিভিন্ন রকম সুযোগ দিচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোম্পানি ১০ ইউরো দিয়ে একটি সিমকার্ড কিনলে সঙ্গে আর একটি সিম ফ্রি দিচ্ছে। কেউ আবার দশ ইউরোর সিমে ৫ ইউরোর কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে। কেউ আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে কার্ড চার্জ করলে একশত মিনিট ফ্রি কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে। আরও কত কি সুবিধা। এরপরও কোম্পানিগুলো বছরে প্রচুর লাভ করছে।

বাংলাদেশের সিম সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো মাত্র একুশ দিনের (৩০০ টাকার চার্জে) কথা বলার সুযোগদানের নামে গ্রাহকদের যেভাবে শোষণ করছে সে বিষয়ে আগেও লিখেছিলাম। কয়েক দিন আগে এক ঘনিষ্ঠজন ফোনে বললেন এখন নাকি তিনশত টাকা চার্জ করলে ৬ মাস পর্যন্ত মোবাইলে কল আসবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ৬ মাস শুধু কল আসা যদিও কিছুই আহামারি ছাড় দেওয়া নয়, তথাপি কোম্পানিগুলোর যে টনক নড়তে শুরু করেছে এটা বোঝা যায়।

বাংলাদেশের তরুণসহ সব লোকের হাতেই একটি মোবাইল ফোন থাকতে পারত যদি মিনিটে অত্যধিক চার্জ, অল্প দিনে চার্জ করার দায়, কোম্পানি প্রবর্তিত নিয়মানুযায়ী) কোম্পানিগুলোর রাতারাতি ধন বৃদ্ধির তৃষ্ণা ইত্যাদি না থাকত। ইটালিতে ফোন সার্ভিসের দোকানগুলো থেকে আমরা চার বা পাঁচ ইউরো বেল্ট প্রতি মিনিট খরচে বাংলাদেশে ফোন করছি। ঘন ঘন মেরামত খরচবিহীন Communication technology দুনিয়াব্যাপী সহজলভ্যতায় জনগণের দ্বারে পৌঁছে গেছে। অতএব, এই খাতে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণকে বোকা ভেবে কিছু লোকের ইচ্ছামত শোষণ আর কত দিন চলবে? গ্রাহকদের এই শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। গ্রাহকদের পয়সায় ফোন কোম্পানিগুলো চলে। অতএব গ্রাহকদের যৌক্তিক দাবি মানতে বাধ্য।

Al-Mamun
Via-Porte Pile-21
25100 Brescia, Italy

ফ্রা । ন্স

কালোদিবস পালিত

mg‡eZ fv‡e cvjZev` Rvbv‡”Q mevB

৯ জুন প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাস সম্মুখে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ইউরোপ শাখা, ফ্রান্স শাখা এবং ছাত্র ও যুব ফ্রন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে 'কালো দিবস' পালন করা হয়। ১৯৮৮ সালের ৯ জুন রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণার প্রতিবাদে এই কালো দিবসে উদয়ন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সুমন বড়ুয়া, কনক রায়, বিকাশ বড়ুয়া, রজত রায় শোভন বড়ুয়া, প্রদীপ ঘোষ, সুবিমল দে। সমাবেশ চলাকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আবদুল মান্নান ও তার সহধর্মিণী হাসিনা সুলতানা এবং আওয়ামী লীগ ফ্রান্স শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়ে ঐক্য পরিষদের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের সভাপতি শিবলু বড়ুয়ার পরিচালনায় অসংখ্য বাঙালির অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফুর্ত এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গি তৎপরতা ও অব্যাহত সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তীব্র সমালোচনা করেন।

Uddayan Barua
President, Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, Europe, 14, rue Adrienne, 92230 Gennevilliers, Paris France

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্যহ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com